কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 22 MAR 2018 ...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...১ ......

শাবিপ্রবি ছাত্রলীগে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ১

হলের কক্ষ ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে বহিষ্কার ১২

শাবিপ্রবি প্রতিনিধি ▷

ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষে এক শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুলিতে আহত আব্দুল্লাহ আল রনি সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সংঘর্ষের পাশাপাশি হলের কক্ষ ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ১২ জনকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের পাশেই সাতকরা রেস্টুরেন্টে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবু সাঈদ আকন্দ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সবুজের অনুসারীদের সঙ্গে সহসভাপতি তারিকুল ইসলামের অনুসারীদের সংঘর্ষ হয়। ঘটনার পরপরই সাঈদ-সবুজের অনুসারীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে শাহপরান হলের সামনে এবং তারিকুলের অনুসারীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। তা ছাড়া ওই রাতেই সাঈদ-সবুজের অনুসারীদের বিরুদ্ধে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত হলের ১০টি কক্ষ ভাঙচুর করে ল্যাপটপ ও টাকা লুটের অভিযোগ তোলেন তারিকুল।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, ময়মনসিংহ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন নামের একটি আঞ্চলিক সংগঠনের মিটিং করছিলেন তারিকুল ইসলাম। এ সময় বিভিন্ন অভিযোগে সাঈদ-সবুজের অনুসারীরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তারিকুল ছয় রাউন্ড গুলি ছুড়লে রনি গুলিবিদ্ধ হন।

এদিকে হামলার ঘটনায় জালালাবাদ থানায় মামলা করেছেন তারিকুল ইসলাম। তাঁর ওপর হামলার প্রতিবাদ জানায় ময়মনসিংহ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। অন্যদিকে তারিকুলের বিচার চেয়ে গতকাল বুধবার সাঈদ-সবুজের অনুসারীরা বিক্ষোভ করে।

তারিকুল ইসলাম বলেন, 'জুনিয়রদের নিয়ে ময়মনসিংহ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং করছিলাম। এ সময় সাঈদ ও সবুজের প্রত্যক্ষ নির্দেশে তাদের অনুসারী জুয়েম, মোস্তাক, অন্তু, দোলন, লক্ষ্মণ, হিমেল, মুনকীরসহ অর্ধশত জুনিয়র আমার ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণ করে। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে এক ছোট ভাই গুলিবিদ্ধ হয়।' তিনি গুলি ছোড়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি আরো বলেন, 'সাঈদ ও সবুজের অনুসারীরা আমাদের ছেলেদের ১০টি রুম ভাঙচুর করে ছয়টি ল্যাপটপ ও নগদ টাকা লুট করে।'

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি সৈয়দ জুয়েম বলেন, 'তারিকুল দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে মাদকের ব্যবসা করে আসছে। একই সঙ্গে সে ছাত্রদলকর্মীদের আশ্রয়দাতা। আমরা তাকে বিষয়গুলো বলতে গেলে সে আমাদের ওপর গুলি চালায়। সে সময় আমরা প্রতিরোধ করি। তার গুলিতে একজন আহত হয়েছে।' হলের কক্ষ ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

এদিকে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দুই পক্ষে সংঘর্ষের ঘটনার পর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ১২ নেতাকর্মীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। এদের মধ্যে আবু সাঈদ আকন্দ ও সাজিদুল ইসলাম সবুজকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বহিষ্কৃত অন্যরা হলেন শাবি শাখার সহসভাপতি সৈয়দ জুয়েম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম অন্তু, সাংগঠনিক সম্পাদক দোলন আহমেদ, উপ-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক লক্ষ্মণ চন্দ্র বর্মা, সদস্য মুনকির কাজি, তৌফিকুর রহমান তন্ময়, বাসির মিয়া, কর্মী মেহের উদ্দিন হিমেল, রায়হান আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম। তাঁরা সবাই সাঈদ-সবুজের অনুসারী বলে জানা গেছে।